“আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করছি তা হলো এই যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে”

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তিনি বললেন: “আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করছি তা হলো এই যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে” এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কী হয়েছে? তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমাকে জওয়াব দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেনঃ “প্রশ্নকারী কোথায়?” যেন তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, “কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়ত (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুনরায় চলে (সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় সুস্বাদু।
কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে
অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে”। [সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

একদা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদের সাথে কথা বলার জন্য মিম্বারে বসলেন এবং বললেন: আমার পরে আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশী যার ভয় ও আশঙ্কা করি তা হলো তোমাদের উপর দুনিয়ার কল্যাণ, দুনিয়ার চাকচিক্য এবং তার সৌন্দর্য ও শোভা এবং দুনিয়াতে যে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ, কাপড়-চোপড়, শষ্য ইত্যাদি রয়েছে ক্ষণস্থায়ী সত্ত্বেও যা নিয়ে মানুষ অহংকার করে তা সব খুলে দেওয়া হবে। তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন: দুনিয়ার চাকচিক্য হল আল্লাহর নিয়ামত, এই নিয়ামত কী পরিবর্তন হবে এবং শাস্তি ও আযাবের রূপ গ্রহণ করবে?! ফলে মানুষেরা তাকে ভর্ৎসনা করল যেহেতু তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুপ থাকতে দেখেছেন এবং তারা মনে করেছেন যে, সে তাকে রাগান্বিত করেছে। স্পষ্ট হল যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অহী নাযিল হচ্ছিল, অতঃপর তার কপাল থেকে ঘাম মুছতে লাগলেন এবং বললেন: কোথায় প্রশ্নকারী? সে বলল, আমি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তার গুণকীর্তন করলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রকৃত কল্যাণ কল্যাণ ছাড়া কিছুই নিয়ে আসে না, তবে এই চাকচিক্য কেবল কল্যাণই নয়, যেহেতু এটি ঝগড়া, পরস্পর প্রতিযোগিতা এবং আখিরাত ছেড়ে তা নিয়ে ব্যস্ত হতে ধাবিত করে। তারপর তিনি এর জন্য একটি

উদাহরণ দিয়ে বললেন: বসন্তের উদ্ভিদ এবং তার সজীবতা; এটি এমন এক ধরনের শস্য যা গবাদিপশুকে আবেদন করে এবং পেট ভরে অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে তাকে হত্যা করে বা তার কাছাকাছি নিয়ে যায়; তবে সে শস্য খাদক ব্যতীত, যে তার পেটের একপাশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খেয়েছিল, তারপর সে সূর্যের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তার পেট থেকে নরম বিষ্ঠা নিক্ষেপ করেছিল বা পেশাব করেছিল; তারপর সে তার পেটে যা ছিল তা তুলে চিবিয়ে খেয়েছিল, তারপর ফিরে এসে আবার খেয়েছিল। কারণ এই সম্পদ মিষ্টি সবুজ ভেষজ এর মতো; এটি প্রচুর পরিমাণে খেলে মেরে ফেলে বা প্রায় মেরে ফেলে। যতক্ষণ না সে তা সামান্য পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে যা প্রয়োজন হয় এবং একটি বৈধ উপায়ে তা দিয়ে যথেষ্ট করে তখন এটি তার ক্ষতি করে না। সে কতই না ভালো মুসলিম যে তা থেকে গরীব, এতীম ও মুসাফিরকে দান করে। আর যে তার অধিকারসহ তা গ্রহণ করবে, সে এতে বরকত পাবে এবং যে ব্যক্তি তার অধিকার ব্যতীত তা গ্রহণ করবে, তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো যে খায় তবে তৃপ্ত হয় না এবং এটি হবে কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী।

https://sunnah.global/hadeeth/bn/show/4180